তারিখ : 12 JUL 2017

জনতা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে নতুন পরিচালক হিসেবে যোগদান করায় মো. আবদুল হককে ব্যাংকের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান পর্ষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মানিক চন্দ্র দে। এ সময় ব্যাংকের পরিচালক মো. মোফাজ্জল হোসেন, মসিহ মালিক চৌধুরী, এফসিএ, এ কে ফজলুল আহাদ, মোহাম্মদ আবুল কাশেম, সেলিমা আহমাদ, সিইও অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. আবদুস সালাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষক আহমেদ জামাল ও ব্যাংকের কোম্পানি সচিব মো. মোসাদ্দেক-উল-আলম উপস্থিত ছিলেন

জনতা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে নতুন পরিচালক হিসেবে যোগ দেওয়ায় মো. আবদুল হককে ব্যাংকের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান পর্ষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মানিক চন্দ্র দে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

1 2 JUL 2017

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদে নতুন পরিচালক হিসেবে যোগদান করায় মো. আবদুল হককে ব্যাংকের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান পর্ষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মানিক চন্দ্র দে। এ সময় ব্যাংকের পরিচালক মো. মোফাজ্জল হোসেন, মসিহ্ মালিক চৌধুরী এফসিএ, একে ফজলুল আহাদ, মোহাম্মদ আবুল কাশেম, সেলিমা আহমাদ, সিইও অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. আবদুস সালাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষক আহমেদ জামাল ও ব্যাংকের কোম্পানি সচিব মো. মোসাদ্দেক-উল-আলম উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক সংবাদ

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদে নতুন পরিচালক হিসেবে যোগদান করায় মো. আবদুল হককে ব্যাংকের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান পর্ষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মানিক চন্দ্র দে। এ সময় ব্যাংকের পরিচালক মো. মোফাজ্জল হোসেন, মসিহ্ মালিক চৌধুরী, এফসিএ, এ কে ফজলুল আহাদ, মোহাম্মদ আবুল কাশেম, সেলিমা আহমাদ, সিইও অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. আবদুস সালাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষক আহমেদ জামাল ও ব্যাংকের কোম্পানি সচিব মো. মোসাদ্দেক-উল-আলম উপস্থিত ছিলেন

আজকালের খবর।
12 JUL 2017

জনতা ব্যাংকের নতুন পরিচালক আবদুল হককে শুভেচ্ছা

জনতা ব্যাংক লি.-এর পরিচালনা পর্ষদের নতুন পরিচালক মো. আবদুল হককে ব্যাংকের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান পর্ষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মানিক চন্দ্র দে। এ সময় ব্যাংকের পরিচালক মো. মোফাজ্জল হোসেন, মসিহ্ মালিক চৌধুরী, এ কে ফজলুল আহাদ, মোহাম্মদ আবুল কাশেম, সেলিমা আহমাদ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. আবদুস সালাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষক আহমেদ জামাল ও ব্যাংকের কোম্পানি সচিব মো. মোসাদ্দেক-উল-আলম উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞপ্তি

দৈনিক জনতা

সম্প্রতি জনতা ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদে নতুন পরিচালক হিসেবে যোগদান করায় মো. আবদুল হককে ব্যাংকের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান পর্ষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মানিক চন্দ্র দে। এ সময় ব্যাংকের পরিচালক মো. মোফাজ্জল হোসেন, মসিহ্ মালিক চৌধুরী, এফসিএ, এ কে ফজলুল আহাদ, মোহাম্মদ আবুল কাশেম, সেলিমা আহমাদ, সিইও এ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. আবদুস সালাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষক আহমেদ জামাল ও ব্যাংকের কোম্পানী সচিব মো. মোসাদ্দেক-উল-আলম উপস্থিত ছিলেন –জনতা

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ The News Today

তারিখ ঃ 11 2 JUL 2017

Manik Chandra Dey, Acting Cahirman of Janata Bank Limited, handing over a boquet to Md. Abdul Haque, new dirfector of the bank's board of directors, in the city recently. Director and senior officials of the were present at the event.

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ : 12 JUL 2017

যমুনা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান আরিফুরের কারাদণ্ড বহাল

বোরাক রিয়েল এস্টেটের পাওনা টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

চেক প্রতারণার মামলায় যমুনা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান আরিফুর রহমানকে নিম্ন আদালতের দেওয়া এক বছরের কারাদণ্ড বহাল রেখেছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে আসামি আরিফুর রহমানকে বোরাক রিয়েল এস্টেট কোম্পানির পাওনা সব টাকা ফেরত দিতে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আরিফুরের করা আপিল খারিজ করে বিচারপতি এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৮

যমুনা ব্যাংকের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) রইস উদ্দিনের হাইকোর্টের একক বেঞ্চ গতকাল মঙ্গলবার এ আদেশ দেন।

আদালতে বাদী পক্ষে (বোরাক রিয়েল এস্টেট) শুনানি করেন আইনজীবী এএফ হাসান আরিফ ও এসএম বকস কল্লোল। আরিফুর রহমানের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী দেলোয়ার হোসেন লস্কর।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১১ সালে বোরাক রিয়েল এস্টেট কোম্পানির কাছ থেকে নগদ ১৫ কোটি টাকা নেন যমুনা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান। পরে ওই টাকার বিপরীতে তিনি সমপরিমাণ টাকার চেক দেন বোরাক রিয়েল এস্টেট কোম্পানিকে। কিন্তু ওই চেক ব্যাংকে দিলে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় চেকটি ফেরত (বাউন্স) আসে। ওই ঘটনায় ২০১২ সালে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে চেক প্রতারণা মামলা করে বোরাক রিয়েল এস্টেট কোম্পানি। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে ২০১৬ সালের ২৪ জানুয়ারি মামলার রায় হয়।

রায়ে এনআই অ্যাক্টের ১৩৮ ধারা মোতাবেক আরিফুর রহমানকে এক বছরের কারাদণ্ড ও ৫০ লাখ টাকা জরিমানাসহ বোরাক রিয়েল এস্টেট কোম্পানির পাওনা ১৫ কোটি ৫০ লাখ টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেন চতুর্থ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক রুহুল আমীন। এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেন আরিফুর রহমান।

আইনজীবী এসএম বকস কল্লোল বলেন, বিচারিক আদালতের রায়ের পর আরিফুর রহমান বিধি মোতাবেক সাড়ে সাত কোটি টাকা আদালতে জমা দিয়ে আপিল করেছিলেন। জমা হওয়া ওই টাকা এখন হাইকোর্টের রায়ের কপি পাওয়া মাত্র তুলে নিতে পারবে বোরাক রিয়েল এস্টেট কোম্পানি। আর বাকি টাকা আগামী ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

দৈনিক নয়া দিগন্ত

তারিখ : 12 JUL 2017

চার বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ঋণ অবলোপন ১০ হাজার কোটি টাকা

▶ **অনিয়মের ঋণ আদায় হচ্ছে না**

▶ **ধরাছোঁয়ার বাইরে শীর্ষ ঋণখেলাপিরা**

■ আশরাফুল ইসলাম

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, গত চার বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত চার ব্যাংক ঋণ অবলোপন করেছে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেকই সোনালী ব্যাংকের। বিভিন্ন সময় অনিয়মের মাধ্যমে বিতরণ করা ঋণ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকগুলো তা অবলোপন করেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, চিহ্নিত বড় বড় ঋণখেলাপিরা রাষ্ট্রের সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন। অথচ তারা জনগণের আমানতের অর্থবছরের পর বছর আটকে রাখছেন। শীর্ষ এ ঋণখেলাপিরা ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকায় ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ দিন দিন বেড়ে চলছে।

এ বিষয়ে সোনালী ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ বলেছেন, সোনালী ব্যাংকের ঋণ অবলোপন বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো হলমার্ক। হলমার্ক কেলেঙ্কারির প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা মন্দ ঋণ অবলোপন করায় সামগ্রিকভাবে বেড়েছে ব্যাংকটির অবলোপনের পরিমাণ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ২০১৩ সালের শুরুতে সোনালী ব্যাংকের পুঞ্জিভূত ঋণ অবলোপন ছিল তিন হাজার ২৭০ কোটি টাকা। ২০১৬ শেষে তা বেড়ে হয়েছে আট হাজার ৪২৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ আলোচ্য সময়ে ব্যাংকটি ঋণ অবলোপন করেছে প্রায় পাঁচ হাজার ২০০ কোটি টাকা, যা শতকরা হিসেবে ১৫৮ শতাংশ।

রূপালী ব্যাংকের গত ডিসেম্বর শেষে পুঞ্জিভূত ঋণ অবলোপন বেড়ে হয়েছে এক হাজার ১৯ কোটি টাকা।

জনতা ব্যাংকের চার বছরে ঋণ অবলোপন বেড়েছে প্রায় শতভাগ। ২০১৩ সাল শেষে জনতা ব্যাংকের পুঞ্জিভুত ঋণ অবলোপন ছিল দুই হাজার ২৬৩ কোটি টাকা। গত ডিসেম্বর শেষে তা বেড়ে হয়েছে চার হাজার ৩৮১ কোটি টাকা। অর্থাৎ আলোচ্য সময়ে ব্যাংকটির ঋণ অবলোপন বেড়েছে দুই হাজার ১০০ কোটি টাকা।

অগ্রণী ব্যাংকের চার বছরে ঋণ অবলোপন বেড়েছে প্রায় ৪৬ শতাংশ। ২০১৩ সাল শেষে পুঞ্জিভূত ঋণ অবলোপন ছিল তিন হাজার ৬৯৮ কোটি টাকা। গত ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির ঋণ অবলোপন বেড়ে হয়েছে পাঁচ হাজার ৩৫৪ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র জানিয়েছে, সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই না করে অনিয়মের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংক খাতে মন্দ ঋণের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে, যা একপর্যায়ে আদায় করতে না পেরে ব্যাংকগুলোকে বাধ্য হয়ে অবলোপন করতে হচ্ছে। এ কারণে প্রতি ■ *১৫ পৃ: ৭-এর কলামে*

চার বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ঋণ

শেষ পৃষ্ঠার পর

বছর অবলোপনের পরিমাণ বাড়ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার সময় সামগ্রিক ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ২২ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা। ওই সময় পর্যন্ত অবলোপন করা ঋণ ছিল আরো ১৫ হাজার ৬৬৭ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে প্রকৃত খেলাপি ছিল ৩৮ হাজার ১৪৮ কোটি টাকা। গত মার্চ শেষে এ খেলাপি ঋণ বেড়ে হয়েছে প্রায় এক লাখ ১২ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ৬৭ হাজার কোটি টাকা খেলাপি ঋণ, আর ডিসেম্বরের হিসেবে অবলোপন করা হয়েছে ৪৪ হাজার ৬৯০ কোটি টাকা। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত চার ব্যাংকই আলোচনা করেছে ১৯ হাজার ৩৩২ কোটি টাকা। সে হিসাবে গত প্রায় আট বছরে প্রকৃত খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৭৪ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ আলোচ্য সময়ে শতকরা হিসেবে খেলাপি ঋণ বেড়েছে প্রায় ২০৫ শতাংশ। এর বাইরে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে আরো ১৫ হাজার কোটি টাকার খেলাপি ঋণ পুনর্গঠন করা হয়েছে। এই সুবিধা পেয়েছে মূলত বড় খেলাপিরা।

জানা গেছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালার আলোকে ২০০৩ সাল থেকে ব্যাংকগুলো ঋণ অবলোপন করে আসছে। ওই নীতিমালার আওতায় পাঁচ বছর কিংবা তার বেশি সময় ধরে থাকা খেলাপি ঋণের বিপরীতে শতভাগ প্রভিশন সংরক্ষণ বা নিরাপত্তা সঞ্চিতি রেখে তা অবলোপন করা হয়। তবে মন্দ মানে খেলাপি অবলোপন করার সুযোগ আছে। ঋণ অবলোপন করতে মামলা থাকতে হয় এবং শতভাগ সঞ্চিতি সংরক্ষণ করতে হয়।

আগে মামলা দায়ের না করে ঋণ অবলোপনের কোনো সুযোগ ছিল না। মামলার ব্যয়ের চেয়ে অনেকাংশে বকেয়া ঋণের পরিমাণ কম হওয়ায় মামলা না করেই ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ অবলোপনের সুযোগ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক।

অবলোপনের পর ঋণ আদায়ে জোরদার ব্যবস্থা নেয়ার নিয়ম থাকলেও ঋণ আদায়ে তৎপরতা দেখা যায় না। এ ছাড়া অনিয়মের ঋণগুলো অবলোপন করে দোষীদের আড়ালও করা হয়।

এসব ঋণ আদায়ের জন্য প্রতিটি ব্যাংকের আলাদা ইউনিট থাকলেও বেশির ভাগ ঋণ আদায় হয় না। যে প্রক্রিয়ায় খেলাপি ঋণ অবলোপন করা হয়, তাতে অনেক অস্বচ্ছতা থাকে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক তদবিরে ঋণ দেয়া হয়। আবার অনিয়মও হয় রাজনৈতিক বিবেচনার কারণে। যেমন হলমার্কে যখন ঋণ দেয়া হয়, তখন সোনালী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে ছিলেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত পরিচালক ও ব্যবসায়ীরা। তাদের সামনেই জনগণের অর্থ বের হয়ে যায় সোনালী ব্যাংক থেকে। ওই ঋণ আদায় না হওয়ায় এখন অবলোপন করা হয়েছে; কিন্তু সব দায় এসে পড়ে ব্যাংকারদের ওপর। তিনি বলেন, রাজনৈতিক তদবির যত দিন বন্ধ না হবে তত দিন ঋণ আদায়ও বাড়বে না, দূর হবে না অনিয়ম।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
পত্রিকার নাম ঃ The Daily Star তারিখ ঃ 2017

Bleeding from bad loans

Accumulated defaulted loans badly affect banking sector, whole economy

SAJJADUR RAHMAN

Ballooning bad loans are crippling not only the banking sector but also the national economy as a whole as the authorities fail to recoup the loan money from big businesses, many of whom are willful defaulters, analysts say.

The ripple effects reach far and wide. To start with, banks cannot convert savings into loanable funds as they have to keep aside the amount equivalent to the bad loans as provision, which they cannot invest to maintain stability. As a result, banks' cost of funds shoots up and lending rates get higher.

All of this affects the banks' profit margin, scope of business expansion and the plan for job creation, according to experts.

Things are getting worse by the day as borrowers from some leading corporate groups to little-known businesses have been taking away depositors' money, never to return it.

Eight state-run banks are the worst victims as a fourth of their loans have gone bad.

As of April, the accumulated default loans in the economy is Tk 111,347 crore, which is higher than the development spending last fiscal year, as disclosed by Finance Minister AMA Muhith in parliament on Monday. The figure includes the written off loans totaling nearly Tk 40,000 crore.

Bangladesh Bank data show nonperforming loans account for 10.53 percent of the total outstanding loans. But analysts say the figure would have been much higher if loans had not been rescheduled and restructured.

In 2015, for example, the BB allowed large borrowers, with at least Tk 500 crore loans, to restructure their loans. Around Tk 15,000 crore were restructured that year alone.

Analysts say there is no record of anyone being punished for willful defaults. Such inaction is encouraging unscrupulous businesses and individuals to become defaulters willingly.

SEE PAGE 10 COL 1

Bleeding from bad loans

FROM PAGE 1

Experts think there is a lack of political will to deal with loan defaults, on which India has been cracking down for the last two years.

Prof Mustafizur Rahman, distinguished fellow at the Centre for Policy Dialogue (CPD), said growing bad loans were impeding further economic growth as banks' lending capacity gets tightened and good clients could not get loans at lower rates.

Taking mortgage or collateral against loans at inflated price has become another big problem for banks that fail to sell mortgaged assets whose market prices are much lower than the loans, he added.

State-owned BASIC Bank is the victim of this practice as many little-known businesses took loans giving mortgages at inflated prices between 2009 and 2013 when Sheikh Abdul Hye Bacchu was chairman.

"We have been pursuing the government for the past three years to set up a commission for banks. But it did not pay any heed to the proposal," said Prof Mustafizur.

If the commission was mandated to reform the sector, accountability, transparency and governance would have improved in the crippled banking industry, he added.

Zaid Bakht, an economist and current chairman of state-owned Agrani Bank, said use of loan money in unproductive sector, such as to buy land or to launder it, is detrimental to economic growth.

"Had the borrowers utilised the money in productive activities, they could have paid their loans back," he said.

Willful defaulters take the advantage of legal loopholes, said a senior official of a state-owned Bank.

The official added they were pressing a borrower to pay back around Tk 500 crore. In response, the borrower went to the court that gave him 12 years' time with three years' moratorium.

Four state banks -- Sonali, Janata, Agrani and Rupali -- are feeling the pinch of these legal loopholes. The recovery of some Tk 27,700 crore loans remains uncertain because of court orders. Of the sum, over Tk 14,000 crore was taken from Sonali Bank.

The managing director of a private bank voiced the same concern.

Helal Ahmed Chowdhury, former managing director of Pubali Bank, said a taskforce could be formed to heal the ailing banking sector.

"But political will is a must for that," said Helal, also a supernumerary professor at the Bangladesh Institute of Bank Management.

About the court orders, the veteran banker said banks had to overcome the problem with the help of the court.

Analysts also cited the example of India, which has been dealing with bad loans effectively in recent years.

Last year, India's central bank decided to clean up the balance sheets of Indian banks, which are collectively saddled with Rs 6 lakh crore bad loans, equivalent to 9 percent of the total outstanding loans in the economy.

After the Reserve Bank of India's order, banks have started cracking the whip on Indian companies for repayment of loans. Leading corporate houses, including Reliance, Tata, Birla and Essar, were forced to sell their prized assets to repay their bank loans.

Analysts also point out that enforcement of laws in India is much stronger than in Bangladesh.

For example, liquor baron Vijay Mallya, who is accused of defaulting Rs 9,000 crores in loans, was arrested from London in April.

Subrata Roy, chief of Sahara Group, which was the sponsor of India's national cricket team for years, is in jail for over two years now, for allegedly embezzling Rs 24,000, which he did not pay back to investors.

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
[illegible]
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম : দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ : 1[illegible] JUL 2017

শতকোটি টাকার খেলাপি আরও ১২০ কোটির পাঁয়তারা

হারুন-অর-রশিদ ●

রূপালী ব্যাংকের কাছ থেকে ১০৮ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল জাপান-বাংলাদেশ (জেবি) সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড পেপার্স লিমিটেড। সেই ঋণ এখন মন্দমানের খেলাপিতে পরিণত হয়েছে। সেই ঋণ পরিশোধ না করে উপরন্তু আরও ১২০ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার পায়তারা কষছেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সেলিম প্রধান। কিন্তু খেলাপি হলে নতুন করে ঋণ নেওয়া সম্ভব নয়। তাই কৌশলে আগের খেলাপি ঋণকে নিয়মিত বা চলমান ঋণ হিসেবে প্রদর্শন করতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হয়েছে পুণঃতফসিলে। সেই আবেদন ব্যাংক কর্মকর্তাদের যোগসাজশে কয়েকটি ধাপ পেরিয়ে এখন প্রস্তুত বোর্ডসভায় অনুমোদনের জন্য। এক দিনে খেলাপি ঋণ নিয়মিত ঋণ হিসেবে অনুমোদন পাবে, অন্যদিকে একই বোর্ডে নতুন ঋণপ্রস্তাব উত্থাপন করা হবে। এ জন্য লবিং চলছে প্রতিষ্ঠানটির এমডি সেলিম প্রধানের।

জাতীয় সংসদে সম্প্রতি শীর্ষ একশ ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠানের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। সেই তালিকায় ৮৫ নম্বরে রয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। নিয়ম অনুযায়ী খেলাপি প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়ার সুযোগ না থাকলেও এ প্রতিষ্ঠানকে আরও ১২০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার আয়োজন করেছে রূপালী ব্যাংক। ওই প্রতিষ্ঠানটি আগের খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিল করে ১৫ বছরের জন্য নিয়মিত করা এবং আরও অন্তত ১২০ কোটি টাকা চেয়ে রূপালী ব্যাংকের কাছে আবেদন করেছে। পুনঃতফসিল করা এবং নতুন করে ঋণদানের বিষয়টি অনুমোদনের জন্য বোর্ডের কাছে পাঠানোর প্রস্তুতি নিয়েছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

জেবি সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস

নিয়ম অনুযায়ী, কোনো খেলাপি প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়ার সুযোগ নেই। জাপান-বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস ৫ বছর ধরে খেলাপি। রূপালী ব্যাংকের লোকাল অফিস থেকে ২০০৯ সালে ঋণ নিয়ে ২০১২ সাল থেকে খেলাপি তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানটি। গত ৫ বছরে কিস্তি পরিশোধ না করে এখন ডাউন পেমেন্ট ছাড়া তিন বছর গ্রেস পিরিয়ডসহ ১৫ বছরের জন্য নিয়মিত করার আবেদন করেছে প্রতিষ্ঠানটি। তাদের আবেদন যাচাই-বাছাইয়ের কাজ সম্পন্ন করে বোর্ডের কাছে উপস্থাপনের প্রস্তুতি নিয়েছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। ব্যাংকের একাধিক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, প্রতিষ্ঠানের মালিক অনেক প্রভাবশালী। এ কারণে তিনি

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

শতকোটি টাকার খেলাপি

হয়ে যায়। এ পর্যন্ত মাত্র ৫-৬ কোটি টাকা কিস্তি পরিশোধ করেছে। এখন আবার ঋণ নেওয়ার জন্য রূপালী ব্যাংকে চলছে ঘোরাঘুরি। সরকারের প্রভাবশালীদের মাধ্যমে তদবিরও করা হচ্ছে।

ব্যাংক সূত্র জানায়, ঋণের টাকা ফেরত না দিয়ে আগের খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিলের চেষ্টা করছেন সেলিম প্রধান। সরকারদলীয় প্রভাবশালী এক সংসদ সদস্যের তদবিরে তার পুনঃতফসিল প্রস্তাব বোর্ডে উপস্থাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছে ব্যাংক। আজ রূপালী ব্যাংকের বোর্ডে বিষয়টি ওঠানোর কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত আর তা হচ্ছে না। সব প্রস্তুতি সম্পন্ন না হওয়ায় আগামী বোর্ডসভায় বিষয়টি ওঠানো হবে। বোর্ড অনুমোদন দিলে তার ঋণ নিয়মিত হবে এবং তিনি নতুন করে আরও ঋণ নেওয়ার সুযোগ পাবেন।

এদিকে ব্যাংকে পাঠানো গ্রুপটির প্রস্তাবে বলা হয়েছে, মুলতবি ও অনারোপিত সুদ মওকুফ করে ৩ বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ ১৫ বছরের জন্য নতুন পরিশোধ সূচি নির্ধারণ করে দিতে হবে। এ ছাড়া প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার জন্য মেয়াদি ঋণের সীমা ৮ কোটি ৬৭ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬০ কোটি টাকা, ঋণপত্র (এলসির) লিমিট ৩ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০ কোটি এবং ব্যাংক গ্যারান্টি ৭৫ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ কোটি টাকা পুনর্নির্ধারণের আবেদন করেছে। এ ছাড়া সিসি হাইপোতে অতিরিক্ত আরও ৪০ কোটি টাকা ঋণ চেয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

অনুমোদিত সীমার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি ঋণ দিয়েছে রূপালী ব্যাংক। মোট ঋণসীমা ৬২ কোটি ৪৮ লাখ টাকা হলেও প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান ঋণ ১০১ কোটি টাকা। সিসি হাইপোতে প্রতিষ্ঠানটির সাড়ে ৪৯ কোটি টাকার সীমার বিপরীতে ৯১ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। অনুমোদিত ঋণসীমার অতিরিক্ত ঋণগুলো সুদবিহীন পৃথক অ্যাকাউন্টে রেখে ৩ বছর গ্রেস পিরিয়ডসহ ১৫ বছরের জন্য পরিশোধ করার সুযোগ চেয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে, ঋণ নিয়মিত করার জন্য আগে ২ কোটি ৭০ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। বর্তমান অবস্থায় আর ডাউন পেমেন্ট দেওয়া সম্ভব নয়।

সেলিম প্রধান আমাদের সময়কে বলেন, কারখানা করার জন্য বিদেশ থেকে অর্থ এনেছি। কিন্তু রূপালী ব্যাংকের তৎকালীন এমডি ফরিদ উদ্দিনের অনুরোধে তাদের ওই অর্থ দিই। ওই টাকা আমানত রাখার শর্ত হিসেবে আমার জাপানি বন্ধু দুই বছরের অগ্রিম সুদ চায়, যেটি দিতে ব্যাংক রাজিও হয়। কিন্তু ব্যাংক আমার অজান্তেই সিসি হাইপোর ঋণ থেকে ওই টাকা পরিশোধ করে। এটি অন্যায়। ওই টাউট এমডির কারণে ৬ বছর ধরে আমি চরম ভোগান্তির মধ্যে রয়েছি।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম: দৈনিক সংবাদ

তারিখঃ 12 JUL 2017

ইসলামী ব্যাংকের ৮০% ঋণই জামায়াতের দখলে

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের ৮০ ভাগ ঋণই ভাগিয়ে নিয়েছে জামায়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা। আর এ অর্থের একটি অংশ জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসী কাজে ব্যয় করা হয়েছে মনে করছে সরকার। উজ্জীবিত করা হচ্ছে জামায়াতের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি। এমন তথ্যই বেরিয়ে এসেছে জঙ্গি অর্থায়নের উৎস অনুসন্ধানে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের গঠিত টাস্কফোর্সের নজরদারিতে। এ অবস্থায় বেসরকারি খাতের বড় এ ব্যাংকটির বিষয়ে কঠোর নজরদারিসহ করণীয় ঠিক করতে সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

সম্প্রতি টাস্কফোর্সের তৃতীয় সভায় ইসলামী ব্যাংকের জঙ্গি-সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় ইসলামী ব্যাংক এবং জামায়াতের রাজনীতি নিয়ে নানা তথ্য ওঠে আসে। সভায় অংশ নেন- শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, অর্থ প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. ফজলে কবির, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সচিব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু সালেহ মো. জহরুল হক, বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক সামীম মোহাম্মদ আফজাল, আইজিপি একেএম শহীদুল হক, র‌্যাবের মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ, ডিএমপি কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর প্রতিনিধি। বৈঠকে গোয়েন্দা সংস্থাসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ইসলামী ফাউন্ডেশনের পক্ষ হতে প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক শামীম মোহাম্মদ আফজাল বলেন, ইসলামী ব্যাংকে বর্তমানে ৬৭ হাজার ৯২৫ কোটি টাকার আমানত আছে। গ্রাহক সংখ্যা ১ কোটি ২০ লাখ; যার ৮০ শতাংশ সাধারণ ধর্মভীরু মানুষ। এর মধ্যে ২০ শতাংশ আমানতকারী জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবিরের। ওই ২০ শতাংশ আমানতকারীই জঙ্গিবাদের অর্থের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

তিনি বলেন, ইসলামী ব্যাংকে মোট ঋণের পরিমাণ ৬১ হাজার ৬৪১ কোটি টাকা। বর্তমানে ৭ লাখ ৫১ হাজারের মতো ঋণগ্রহীতা আছে, যার ৮০ শতাংশ জামায়াত ও ছাত্রশিবির নেতাদের দখলে। বাকি ২০ শতাংশ সাধারণ ঋণগ্রহীতা ও ব্যবসায়ী।

তবে গোয়েন্দা সংস্থার তথ্য বলছে, ৮০ ভাগ না; ঋণের ৯০ ভাগই জামায়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দখলে।

পুলিশের মহাপরিদর্শক শহীদুল হক বলেন, যারা ধর্মকে ব্যবহার করে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে, তাদের কঠোর নজরদারিতে আনা দরকার। একইসঙ্গে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে নজরদারি বাড়ানো প্রয়োজন।

বৈঠকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির বলেন, ইসলামী ব্যাংক পরিচালনায় ৭ জন নিরপেক্ষ পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ ইসলামী ব্যাংকের জঙ্গি অর্থায়নসহ বিভিন্ন অনিয়ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবেন।

তিনি বলেন, শরিয়া ব্যাংকের দুটি নীতি ওয়াদিয়া ও মুদারাবা অনুযায়ী আমানতকারীর কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করা হয়। মুদারাবা আমানতকারীদের চুক্তি অনুযায়ী লভ্যাংশ দেয়; যা ওই আমানতকারীদের হিসাবে প্রদান করা হয়। কিন্তু আল ওয়াদিয়া আমানতের ক্ষেত্রে কোন লভ্যাংশ দেয়া হয় না। এক্ষেত্রে লভ্যাংশের হিসাবও করা হয় না। ফলে আমানতকারীদের উদ্বৃত্ত লভ্যাংশের বিষয়ে ইসলামী ব্যাংক থেকে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক গর্ভনরের বক্তব্যের পর শরিয়াভিত্তিক ব্যাংক পরিচালনায় আলাদা আইন না থাকায়, সাধারণ ব্যাংকিং আইনের কোন বিধি সংযোজন করে বিদ্যমান আইন সংশোধন করার পরামর্শ দেয়া হয়।

আইন ও বিচার বিভাগের সচিব আবু সালেহ মো. জহরুল হক বলেন, ইসলামী ব্যাংকের কিছু আমানতকারী সুদমুক্ত আমানত রাখেন। প্রচলিত ব্যাংকিং নীতিমালা অনুযায়ী, ওই আমানতের সুদ বা লভ্যাংশের টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার বিধান আছে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক তা করে না। এ বিষয়ে ইসলামী ব্যাংকের কাছ থেকে ব্যাখ্যা চাওয়া উচিত।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণীত সিএসআর নীতিমালার নির্দেশনা মোতাবেক বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকে সিএসআরের অর্থ ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তা আরও নজরে রাখা প্রয়োজন।

ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান আরাস্তু খান দেশের বাইরে থাকায় এসব অভিযোগের বিষয়ে কথা বলার চেষ্টা করেও সম্ভব হয়নি।